



146190 - যবে নারীর নফিসজনতি স্ৰাব নয়মাস অব্ৰাহত ছলি এবং এ সময়বে তিনি নামায় পড়নেনি

প্রশ্ন

আমার এক বান্ধবীর নফিসজনতি স্ৰাব নয় মাস অব্ৰাহত ছলি। এ সময়কালে সে কদাচিৎ নামায় আদায় করছে। এখন তিনি কী করবেন? যদি আমরা বলি যে, নফিসরে সর্ববোচ্চ সময় ৬০ দিন তাহলে তাকে ছয় মাসরে নামায় কাযা পড়তে হবে। এখন সে কভাবে কাযা পড়বে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

ইতপূর্বে 104589 নং প্রশ্নোত্তরে নফিসরে সর্বাধিক সময়সীমার ব্যাপারে আলমেদরে মতভেদে এবং অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে নফিসরে সর্ববোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন; সঠি উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

এ সময়কাল অতবাহতি হওয়ার পর যে রক্তস্ৰাব নরিগত হয় যদি সঠি হায়যে হওয়ার দিনগুলিতে নরিগত হয় তাহলে সঠি হায়যেরে রক্ত; সুতরাং এ সময়বে সে নারী নামায় পড়বেন না, রযো রাখবেন না এবং তার স্বামী তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হায়যেরে অভ্যাসগত সময় শেষে হয়। যভাবে সবসময় ঘটে থাকে। আর যদি হায়যেরে সময় ব্যতীত অন্য সময় এ রক্তস্ৰাব নরিগত হয় তাহলে এটা ইস্তহিয়ার রক্ত। ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী: রযো রাখবেন ও নামায় পড়বেন এবং তার স্বামী তার সাথে সহবাসও করতে পারবে। তবে, তার উপর অনবির্য হল-- প্রত্যকে ফরয নামায়েরে ওয়াক্ত প্রবশে করার পর ওয়ু করা এবং সে ওয়ু দিয়ে যা খুশি নফল নামায়ও আদায় করা।

আরও জানতে দেখুন: 106464 নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

যদি ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী অজ্ঞেতাবশতঃ নামায় বর্জন করেন তাহলে কাযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক কনি-- এ ব্যাপারে আলমেদরে দুঠি অভিমত রয়েছে।



১। কাযা পালন করা তার উপর অনবির্ঘ্য।

২। কাযা পালন করা তার উপর অনবির্ঘ্য নয়। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নরিবাচতি অভিমিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: "যদি ইস্তহিয়াগ্রসত নারী এ বশ্বিাস থেকে কিছুকাল নামায আদায় না করে যে, তার উপর নামায ফরয নয় তাহলে তার ব্যাপারে দুটো অভিমিত রয়েছে: এক, তাকে কোন নামায পুনরায় পড়তে হবে না। যমেনটি ইমাম মালকে ও অন্যান্য আলমে থেকে বরণতি আছে। কেননা ইস্তহিয়াগ্রসত যে নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন যে, 'আমি তীব্র ও জটিল ইস্তহিয়াগ্রসত হয়েছে; যা আমাকে নামায ও রযো থেকে বরিত রেখেছে।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ভবিষ্যতে তার উপর কি ওয়াজবি সনে নরিদশে দিয়েছেন। অতীতরে নামাযগুলো কাযা করার ব্যাপারে কোন আদশে দনেনি।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/১০২)]

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "উত্তম হচ্ছে-- প্রথম দনিগুলোতে যে নামাযগুলো ত্যাগ করেছে সেগুলোর কাযা পড়া। যদি না পড়নে তাতেও কোন অসুবিধা নাই। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তহিয়াগ্রসত নারীকে সনে নরিদশে দনেনি; যে নারী বলছিলেন যে, তিনি তীব্র ইস্তহিয়াগ্রসত শকার হচ্ছেন এবং নামায বর্জন করছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছয়দিন বা সাতদিন হয়যে গণনা করার এবং মাসরে অবশিষ্ট দনিগুলোতে নামায পড়ার নরিদশে দিয়েছেন। তিনি যে নামাযগুলো বর্জন করছিলেন সেগুলোর কাযা পড়ার নরিদশে দনেনি। কিন্তু তিনি যদি সেগুলোরও কাযা পালন করনে তাহলে সটো ভাল। কেননা হতে পারে তার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসে করার ক্ষত্রে অবহলো ঘটছে। আর যদি সে নামাযগুলোর কাযা পালন না করে সক্ষেত্রেও কোন অসুবিধা নাই।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১১/২৭৬) থেকে সমাপ্ত]

আপনার বান্ধবীর ক্ষত্রে সতর্কতা রক্ষামূলক অভিমিত হচ্ছে-- তার যে নামাযগুলো ছুটে গেছে তিনি তার সাধ্যানুযায়ী সেগুলোর কাযা পালন করবেন। এ সময়কালে যে নামাযগুলো তার ছুটে গেছে সেগুলো থেকে প্রতিদিন যতটুকু পারনে তিনি কাযা পালন করবেন। কেননা এ দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসে না করে নামায বর্জন করায় প্রশ্ন করার ক্ষত্রে তার অবহলো পরলিক্ষতি হয়; যে সময়কালে সাধারণত নামায বর্জন করা হয় না। তাছাড়া সে মাঝে মাঝে নামায আদায় করত। এটি প্রমাণ করে যে, হয়তো সে জানত যে, তার উচতি নামায পড়া।

আরও জানতে দেখুন: 31803 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।